পাতর

তারিখ ... 01 FEB 2008
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম ... ৩

একুশে বইমেলা

ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারি জুড়িয়া অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজন বাংলা একাডেমীর কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইয়া উঠিয়াছে। এইবারের মেলাটি আরও কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে সাজাইবার উদ্যোগ লক্ষণীয়। গতবারের চাইতে বইমেলায় স্টলের সংখ্যা কমানো হইয়াছে। উদ্দেশ্য বেশি ফাঁকা জায়গা রাখা। অনেক মানুষ জড়ো হইবে— এমন আয়োজনে ফাঁকা জায়গা রাখা জরুরি বটে। কিছুসংখ্যক প্রকাশক ও বিক্রেতা অভিযোগ করিয়াছেন স্টল না পাইয়া। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ বলিয়াছে, তাহারা নীতিমালা অনুযায়ীই বরাদ্দ দিয়াছেন। সকল আবেদনকারীর ইচ্ছা পূরণ বইমেলা আয়োজনকারীদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নহে। স্টল কমাইয়া দিলে তো উহা আরও কঠিন। এই সমস্যা বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বলেন বাংলা একাডেমীর বাহিরে আরও প্রশস্ত কোন জায়গা একুশে বইমেলা আয়োজনের কথা। কিন্তু এইরূপ ভাবনা জনপ্রিয় হয় নাই। ভাষা শহীদদের স্মরণে বাংলা একাডেমী চত্বরে আয়োজিত বইমেলাতেই মানুষ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উহার অন্যথা যেন চিন্তা করা যায় না। বাংলা একাডেমী হইল ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। আর উহার চত্বরে আয়োজিত বইমেলাকে বলা হয় সেই আন্দোলনের স্মৃতিবাহী। ভাষা আন্দোলনের ফলে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বাংলাদেশ নামের এই জাতিরাষ্ট্র। ভাষা শহীদদের আত্মদানের জন্য স্মরণীয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এখন আর কেবল শহীদ দিবস নহে। বিশ্বের দেশে দেশে উহা পালিত হইতেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে। এই প্রেক্ষাপটে আরও ভিন্ন আঙ্গিকে অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা যাইতে পারে। যুগান্তরকে এক প্রকাশক বলিয়াছেন, 'বইমেলা সেই একই জায়গায় রহিয়া গিয়াছে। আমাদের উচিত ইহাকে নূতন মাত্রায় উন্নীত করা। বইমেলাকে এখন আন্তর্জাতিক পরিসরে লইয়া যাইবার জন্য কাজ করা উচিত।' আমরা তাঁহার যুক্তি ও আবেগের সহিত একমত পোষণ করিতেছি। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হইবার সহিত বইমেলাও একই ধারায় প্রবেশ করিলে উহা সকলের সাধুবাদ পাইবে। বইমেলার স্টলগুলিকে এইবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া উপস্থাপন করা হইবে। তেমনই একটি ভাগে আমন্ত্রণ জানানো যাইতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশকদের। শুরুতে সার্কভুক্ত দেশগুলিকে অন্তত মেলার অন্তর্ভুক্ত করা গেলে উহা হইবে একটি ভালো সূচনা। সেই সুবাদে এইখানে বসিতে পারে বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের সম্মেলন। অমর একুশে গ্রন্থমেলার গৌরব উহাতে বাড়িবে বৈকি। রাজধানীর বাহিরে বিভাগীয় শহরগুলিতেও বইমেলাকে ছড়াইয়া দিবার সময় বোধকরি হইয়াছে। সীমিতভাবে হইলেও আগামী বৎসর অন্তত বন্দরনগরীতে উহার সূচনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন নগরীতে যেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই হইবেন এই মেলার বড় পৃষ্ঠপোষক। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে অন্যান্য মাধ্যম জনপ্রিয় হইলেও বইয়ের বাজারও কিন্তু সম্প্রসারিত হইতেছে। ১৪-১৫ কোটি মানুষের দেশে উহা লইয়া দুশ্চিন্তার তেমন কারণ নাই। প্রয়োজন মানসম্পন্ন বই প্রকাশ এবং উহা বিপণনের ব্যবস্থা। একুশে বইমেলা প্রতি বৎসর সেই সুযোগ করিয়া দিতেছে বলিয়া প্রকাশকদের জন্য উহা আনন্দের। লেখক-পাঠকদের জন্যও বইমেলা বহিয়া আনে একই আনন্দ। মাসব্যাপী বাংলা একাডেমী চত্বর হইয়া উঠে তাহাদের মিলনমেলা। প্রাণের মেলা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে বইমেলাকে। একুশে বইমেলাকে ঘিরিয়া যেই প্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে, সেই দিক দিয়া এই অভিধাই যথার্থ। সাহিত্য ও মননধর্মী বেশিরভাগ বই প্রকাশিত হইতেছে একুশে বইমেলাকে ঘিরিয়া। গতবার মেলায় সর্বাধিক বই বিক্রীত হইয়াছিল। এইবার উহার কম হইলেও ক্ষতি নাই। দেখিতে হইবে বইমেলা ঘিরিয়া পরিচিত সেই উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে কিনা। বৎসরব্যাপী যেই সকল বই বিক্রয় হইবে, সেইগুলির সহিত ক্রেতাদের পরিচয় ঘটিবে এই মেলায়। প্রকাশক ও লেখকরা অনুমান করিতে পারিবেন কী ধরনের বই পড়িতে চাহেন পাঠকরা। নানা অঞ্চলের বই বিক্রেতাদের অর্ডারও মিলিবে। অন্যান্য পণ্যের মেলার সহিত এইখানে বইমেলারও মিল রহিয়াছে। তবে বই নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের পণ্য। উহা মানুষের বোধ, আবেগ ও রুচি নির্মাণের বড় উপাদান। এই ক্ষেত্রে দুঃসংবাদ হইল, কাগজসহ উপকরণের দাম বৃদ্ধিতে বই প্রকাশের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। বইয়ের দাম এইবার আরও বাড়িবে। এই ক্ষেত্রে কি কিছুই করিবার নাই? কর-শুল্ক ছাড় দিয়া হইলেও সরকার তো পারে প্রকাশনা অনুকূল নীতি গ্রহণ করিতে। বইমেলা উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রধান উপদেষ্টা এই বিষয়ে কোন ঘোষণা দিলে উহা প্রশংসিত হইবে। অমর একুশে গ্রন্থমেলা এইবার উহার লক্ষ্য অর্জনে আরও সফল হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিব।